



Please write clearly in block capitals.

Centre number

--	--	--	--	--

Candidate number

--	--	--	--

Surname

Forename(s)

Candidate signature

I declare this is my own work.

A-level BENGALI

Paper 1 Reading and Writing

Monday 19 May 2025 Morning Time allowed: 2 hours 30 minutes

Instructions

- Use black ink or black ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** questions in Section A and **one** question in Section B.
- You must answer the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around each page or on blank pages.
- If you need extra space for your answer(s), use the lined pages at the end of this book. Write the question number against your answer(s).
- Do all rough work in this book. Cross through any work you do not want to be marked.

Information

- The marks for questions are shown in brackets.
- The maximum mark for this paper is 85.
- You must **not** use a dictionary.
- You should note that the quality of your written language in both Bengali and English will be taken into account when marks are awarded.
- In the summary question you should write no more than 90 words. You should write in full sentences, using your own words as far as possible.
- This paper is divided into two sections:

Section A	Reading and Translation	45 marks
Section B	Writing (Research Project)	40 marks

For Examiner's Use	
Question	Mark
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
TOTAL	

Advice

- You are advised to allocate your time as follows:

Reading and Translation	1 hour 15 minutes approximately
Writing (Research Project)	1 hour 15 minutes approximately



J U N 2 5 7 6 3 7 1 0 1

G/TI/Jun25/G4002/V4

7637/1

Section A

Reading and Translation

Answer all questions in the spaces provided.

0 1

গোপালের পড়া

একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় সুকুমার রায়ের “গোপালের পড়া” উপন্যাসের অংশবিশেষ তুমি পড়ছো।

দুপুরের খাওয়া শেষ হতেই গোপাল অত্যন্ত ভালোমানুষের মতন মুখ করে দু-একখানা পড়ার বই হাতে নিয়ে তিনতলায় যাচ্ছিলো। মামা জিজ্ঞাসা করলেন, “কিরে গোপাল, এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিস?” গোপাল বললো, “তিনতলায় নিরিবিলি বসে পড়তে যাচ্ছি।” মামার অনুমতি নিয়ে গোপাল চলে গেলো।

এমন সময় গোপালের চার বছর বয়সী আদুরে ছোটো ভাই ভোলা ঘরে ঢুকলো। সে তার বড়ো ভাই গোপাল কোথায় জানতে চাইলে মামা বললেন, “গোপাল এখন তিনতলায় পড়াশুনা করছে, তুমি এইখানে বসে খেলা করো।” ভোলা তক্ষুণি মেঝেতে বসে গোপালের পড়াশুনা নিয়ে নানান প্রশ্ন আরম্ভ করলো, মামার তখন কাগজ পড়ার ইচ্ছা। তিনি ভোলার প্রশ্নের চোটে অস্থির হয়ে বললেন, “আচ্ছা, তুমি বাইরে গিয়ে খেলা করো, বিকেলে চকলেট এনে দেবো।”

আধঘণ্টা পর ভোলা আবার এলো। সে এসেই বললো, “গোপাল যেরকম পড়াশুনা করে আমিও ঠিক তাঁর মতো পড়াশুনা করবো। সেই যে পাতলা-পাতলা রঙিন কাগজ থাকে আর কাঠি থাকে, আর কাগজে আঠা মাখায় আর তার মধ্যে কাঠি লাগায়, সেই রকম।” গোপালের পড়াশুনার বর্ণনা শুনে মামার চক্ষু স্থির হয়ে গেলো। তিনি আন্তে আন্তে তিনতলায় উঠলেন, ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন, তাঁর ভাগ্নেটি জানালার সামনে বসে একমনে ঘুড়ি বানাচ্ছে। বই দুটি ঠিক দরজার কাছের টেবিলের উপর পড়ে আছে। মামা অতি সাবধানে বই দুখানা নিয়ে নিচে নেমে আসলেন।

খানিক পরে গোপালের ডাক পড়লো। গোপাল আসতেই মামা জিজ্ঞাসা করলেন, “তোর ছুটির আর কদিন বাকি আছে?” গোপাল বললো, “আঠারো দিন। এইতো এতক্ষণ সংস্কৃত পড়ছিলাম।” মামা বললেন, “সংস্কৃত পড়তে বুঝি বই লাগে না? অনেকগুলো পাতলা কাগজ, আঠা আর কাঠি নিয়ে নানা রকম নকশা করার দরকার হয়?” গোপাল একেবারে হতভম্ব হয়ে মামার দিকে তাকিয়ে রইলো। মামা গোপালের ঘুড়ি লাটাই সুতো ইত্যাদি সরঞ্জাম আঠারো দিনের জন্য নিজ জিম্মায় রেখে দিলেন।



প্রশ্নগুলোর উত্তর বাংলায় লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 1 . 1

দুপুরে খাওয়ার পর গোপাল কোথায় যাওয়ার কথা তার মামাকে বলছিলো? কেন?

[2 marks]

0 1 . 2

ভোলা আর গোপালের মধ্যে সম্পর্ক কী?

[1 mark]

0 1 . 3

মামা ভোলার প্রশ্নে বিরক্ত হচ্ছিলেন কেন?

[1 mark]

0 1 . 4

ভোলা কেন গোপালের মতো লেখাপড়া করতে চাইলো?

[1 mark]

0 1 . 5

ভোলার মুখে গোপালের লেখাপড়ার বর্ণনা শুনে মামা কী করলেন? (দুটি বিষয় লেখো)

[2 marks]

0 1 . 6

অবশেষে মামা গোপালের বিষয়ে কী স্থির করলেন?

[1 mark]



0 2

বাংলাদেশে গণসাক্ষরতা অভিযান

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গণসাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক শিরিন চৌধুরীর সাথে একজন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার তুমি ব্লগে পড়ছো।

দুই দশক ধরে গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে আসছে। সংস্থাটি সম্প্রতি দেশের শিখন পরিস্থিতির ওপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই বিষয়ে সাংবাদিক আজাদ খানের মুখোমুখি হয়ে মত প্রকাশ করলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট গণশিক্ষা পরিচালক শিরিন চৌধুরী।

আজাদ: আচ্ছা, শিখন পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদনে আপনারা কী কী সুপারিশ করলেন?

শিরিন: শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতে সরকার টেলিভিশন ও অনলাইনে ক্লাস চালু রাখলেও আমাদের গবেষণায় ইন্টারনেট সংযোগের সমস্যা ও শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে ছেলে-মেয়ে ও গ্রাম-শহরের শিখন পদ্ধতিতে বৈষম্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। তাই আমরা ছাত্রছাত্রীদের শিখনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ শনাক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ধাপে ধাপে স্কুলগুলো খুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলাম। আমাদের আরেকটি সুপারিশ ছিলো—সিলেবাসটা কমিয়ে এনে শিক্ষার্থীদের দ্রুত ক্লাসে ফেরানো, যেন অনলাইনে শিক্ষালাভের জড়তা কাটিয়ে মুখোমুখি শিক্ষালাভে তারা তাদের শিখন ক্ষতি কিছুটা হলেও পূরণ করতে পারে।

আজাদ: ছাত্রছাত্রীদের শিখন ক্ষতি যাচাইয়ের জন্য আপনারদের প্রক্রিয়াটা কী ছিলো?

শিরিন: আমরা কিছু বিষয় পরীক্ষা ও মতামতের ভিত্তিতে যাচাই করেছি। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে পরীক্ষা নিই। জরিপে আরও দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ও অঙ্কে তুলনামূলকভাবে খারাপ ফলাফল করেছে। এতে কোচিং ও গাইড বইয়ের ওপর ছাত্রছাত্রীদের নির্ভরতার বিষয়টিও উঠে এসেছে। এই বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রী সবার মতামত নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কারণ আমাদের চেষ্টা ছিলো দেশের সব নাগরিকদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

আজাদ: এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উত্তরণের পথ আছে কী?

শিরিন: সরকার শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে নতুন একটি বাস্তবধর্মী শিক্ষাক্রম চালু করেছে। এই শিক্ষাক্রমে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বরং হাতে-কলমে শেখা, কাজের সাথে জড়িত জ্ঞান অর্জন করা, জীবন চলার দক্ষতা এবং পরীক্ষানির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসার একটা সুনির্দিষ্ট চেষ্টা আছে। অনেক শিক্ষককে এ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। এসবের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হলেই উত্তরণ সম্ভব।

আজাদ: আপনাকে ধন্যবাদ।

শিরিন: আপনাকেও ধন্যবাদ।



*Do not write
outside the
box*

12



Turn over for the next question

*Do not write
outside the
box*

**DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED**

Turn over ►



0 7

0 3

বাংলা চলচ্চিত্রের সেকাল ও একাল

তুমি বাংলা ওয়েবসাইটের ব্লগে বাংলা চলচ্চিত্রের সেকাল ও একাল সম্পর্কে পড়ছো।

শিল্পকলার অনেকগুলো শাখার একটি শাখার নাম চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র সমাজ বদলের হাতিয়ার। বিনোদনের পাশাপাশি জীবন ও জগতকে উপলব্ধি করতে শেখায় চলচ্চিত্র। তবে চলচ্চিত্রের একজন সাধারণ দর্শকের পক্ষে ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণ মোটেই সহজ নয়। শুধু টাকা থাকলেই কেউ চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন হয় একজন অভিজ্ঞ পরিচালক, দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী, যোগ্য কলাকুশলী ও সংবেদনশীল কাহিনিকার। এতোগুলো করিৎকর্মা মানুষের সফল প্রচেষ্টারই নাম চলচ্চিত্র। যে জীবন, যে পরিবেশ, যে সমাজব্যবস্থা আমরা প্রতিদিন দেখি, সেটাই যখন চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয় তখন আমরা আশ্চর্য হই, বেদনায় কাঁদি, বিদ্রোহে প্রতিবাদী হয়ে উঠি। একেকটি চলচ্চিত্র যেন একেকটি শিক্ষালয়।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বাংলা ছবিগুলোর কাহিনি, অভিনয়, প্রেক্ষাপট সবই ছিলো অত্যন্ত বাস্তবধর্মী এবং সমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ঘটনাবলির উপর নির্মিত। এসব সিনেমায় রোমান্স ছিলো কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক বা অবাস্তব ছিলো না। এগুলোর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিলো সর্বজনীন আবেদন। সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে এগুলো সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ও উপভোগ্য ছিলো।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যেসব চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সেগুলোর নিরিখে যদি আজকের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি তুলনামূলক সমালোচনা করা হয় তাহলে খুবই মর্মান্তিক হতে হয়। কোনো কোনো চলচ্চিত্রে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসব অদ্ভুত পস্থা অবলম্বন করা হয়, তা স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই উপকারী নয়। অসাধু উপায়ে দেখানোর কারণে নব্বই দশকের পরেই বাংলাদেশের রোমান্টিক চলচ্চিত্রগুলো দর্শক হারাতে থাকে।

নিচের প্রতিটি বাক্যের পাশের বাক্সে লেখো:

স = সত্য

মি = মিথ্যা

? = লেখায় নেই



0 3 . 1

চলচ্চিত্র বিনোদনের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক জীবনকেও উপলব্ধি করতে শেখায়।

[1 mark]

0 3 . 2

যারা অনেক অর্থশালী শুধুমাত্র তারাই চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারে।

[1 mark]

0 3 . 3

ভালো চলচ্চিত্রের নির্মাণের পেছনে দক্ষ নির্মাতা, কাহিনিকার ও নিবেদিতপ্রাণ কলাকুশলীর অবদান রয়েছে।

[1 mark]

0 3 . 4

ষাটের দশকের বাংলা ছবিগুলোর কাহিনি ছিলো সমাজের উচ্চবিত্তদের রোজকার জীবনের উপর নির্মিত।

[1 mark]

0 3 . 5

পুরনো বাংলা ছবিগুলো সমাজের সব শ্রেণির লোকজনের কাছে আবেদনময়ী।

[1 mark]

0 3 . 6

সত্তরের দশকে মুক্তি পাওয়া সব ছবিগুলোই স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত।

[1 mark]

0 3 . 7

বর্তমান দশকের কিছু কিছু ছায়াছবিতে দেখানো দৈনন্দিন জীবনের অদ্ভুত রূপ স্বাস্থ্যের জন্য অপকারী।

[1 mark]

7

Turn over ►



ডিজিটাল বাংলাদেশ

বাংলা সংবাদপত্রের ওয়েবসাইটে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্বন্ধে এই লেখাটি তুমি পড়ছো।

দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার নাম ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’। এর বিশেষত্ব হলো সব ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের উচিত চারটি সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ, জন প্রশাসন এবং দৈনন্দিন জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার — এসবের সার্বিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশের শতভাগ সফলতা এখনো অর্জিত না হলেও যতোটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতেই বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি সুবিধা হচ্ছে, দেশের সব কিছু উন্নত বিশ্বের মতো প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা। তাছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশের বদৌলতে সরকার দেশের সব নাগরিকের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র বা ন্যাশনাল আইডেন্টিফিকেশন (এনআইডি) চালু করেছে। এনআইডি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর একটি ডকুমেন্ট বলে এর গ্রহণযোগ্যতা শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, দেশের বাইরেও আছে।

দেড় দশক আগে ডিজিটাল বাংলাদেশের সূচনা হলেও আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাত সেভাবে প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠতে পারেনি। একেকটি ব্যাংক বিচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করার ফলে প্রকৃত ডিজিটাল ব্যাংকিং থেকে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা পিছিয়ে রয়েছে। আজ তাই বিশ্বের কিছু নামকরা ব্যাংক আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের হাত ধরে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক উন্নত হতে হবে। সেই উদ্যোগ সফল করতে হলে স্মার্ট বাংলাদেশের মূল ভিত্তি যেমন, স্মার্ট সিটিজেন এবং স্মার্ট ইকনোমির বাস্তবায়ন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।



প্রশ্নগুলোর উত্তর বাংলায় লেখো। তোমার উত্তরগুলো সবসময় সম্পূর্ণ বাক্যে না লিখে সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবে।

0 4 . 1

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার মূল উদ্দেশ্য কী? (দুটি বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 4 . 2

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর সুবিধা কী কী? (দুটি বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 4 . 3

দেশের ব্যাংকিং খাত সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর না হওয়ার কারণে কী কী সমস্যা দেখা দিয়েছে? (দুটি বিষয় লেখো।)

[2 marks]

0 4 . 4

ডিজিটাল বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিতে কী কী করণীয়? (দুটি বিষয় লেখো।)

[2 marks]



Read this blog on a Bengali website about the students' protest against VAT.
Translate the text into **English**.

[10 marks]

[illegible]

[illegible]

10

There are no questions printed on this page

*Do not write
outside the
box*

**DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED**



Section B**Writing (Research Project)**

Answer the question on the research topic you have studied. You must answer on **one** research topic only.

Either

0	6
---	---

The role of women in Bengali society

or

0	7
---	---

Child labour in Bengali society

or

0	8
---	---

Tourism in Bengali-speaking countries

or

0	9
---	---

Emergence of Bangladesh

For each research topic there is a reading passage and an essay title.

Using the information from the reading passage and linking this information to your own research, write an essay in **Bengali** of approximately **300 words**.

The marks are allocated as follows:

10 marks for comprehension of the reading passage

10 marks for quality of language

20 marks for cultural knowledge.

Total: 40 marks

Turn over for Question 6

Turn over ►



0 6

The role of women in Bengali society

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে নারীরা তাদের পূর্বের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের যোগ্যতা ও অর্জনকে তুলে ধরতে পারেন এবং পরিবার, সমাজ বা গণজীবনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও অবস্থানকে তুলে ধরেন। নারীর ক্ষমতায়ন মূলত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক অবকাঠামোতে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি পন্থা, যার মাধ্যমে নারীরা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতাকে প্রকাশ করতে পারেন এবং নিজেদের অধিকারগুলো আদায়ে সচেষ্ট হতে পারেন।

শিক্ষায় নারীদের শতভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করা এবং রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত উদ্যোগ ও সাফল্য অভাবনীয়।

নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে কোনও জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে ৩০ লাখেরও বেশি নারী শ্রমিক পোশাক শিল্পে কর্মরত আছেন। এছাড়া ব্যবসায়ে সমান সুযোগ তৈরি করার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে জাতীয় নারী নীতি গ্রহণ করা হয়। দুস্থ, অসহায় ও নারীদের জন্য বর্তমান সরকারের বহুমুখী প্রকল্প চালু আছে; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো — দুস্থ ভাতা, মাতৃত্বকালীন, গর্ভবতী ও শারীরিকভাবে অক্ষম মায়েদের ভাতা, ও তালাকপ্রাপ্তদের জন্য ভাতা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, আমার বাড়ি-আমার খামার ইত্যাদি। নারীদের এই অভূতপূর্ব ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে প্রথম নারী উপাচার্য, নারী পর্বতারোহী, নারী মেজর, নারী স্পিকার এবং নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিগত এক দশকেই সৃষ্টি হয়েছে।

নারীরা তাদের মেধা, শ্রম, সাহসিকতা, শিক্ষা ও নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের দেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন এবং একই সঙ্গে ভূমিকা রাখছেন একটি স্বাবলম্বী শিক্ষিত প্রজন্ম গঠনে। নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে, তা মূলত নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির জন্যই যা বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনেরও অন্যতম চাবিকাঠি।



“বাংলাদেশে যে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে, তা মূলত নারীর ক্ষমতায়নের জন্য।” এই উক্তিটির সাথে তুমি কতোটা একমত? যুক্তি সহকারে পর্যালোচনা করো।

[illegible]

Do not write
outside the
box

[illegible]

[illegible]

40

0 7

Child labour in Bengali society

শিশুশ্রম: বর্তমান পরিস্থিতি এবং সরকারের চ্যালেঞ্জ

আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও তাদের লেখাপড়া চালু রাখার জন্য বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকার ইতোমধ্যে শিশু অধিকার সনদ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বিষয়ক আইএলও কনভেনশনকেও সমর্থন করেছে। এছাড়া সরকার শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি – ২০১০ প্রণয়ন করেছে।

সরকারের বিনা বেতনে অধ্যয়ন ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ প্রকল্পের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হলো শ্রমজীবী পরিবারের শিক্ষার্থীরা। শ্রমজীবী পরিবার তাই তাদের সন্তানদের শিশুশ্রমে না পাঠিয়ে স্কুলগামী করেছিলো। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছুটির সময় শিশুশ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাই অভিভাবক ও কারখানার মালিকেরা শিশুশ্রমে শিশুদের বাধ্য করেছে। পরিবারের কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা ও নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেও শিশুশ্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের প্রায় ১৭ লাখ শিশু বিভিন্ন ধরনের শ্রমের সাথে যুক্ত। এই ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা সরকারের হাতে আছে কিনা জানা নেই। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এই ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা যদি শিশুশ্রমে একবার নিয়োজিত হয়ে যায় তবে আগামী দশকে বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পূর্ণ নির্মূল করার কর্মসূচি পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। এর ফলে সমাজের একাংশ জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারা থেকে ছিটকে যাবে।

এখন প্রয়োজন ইতোমধ্যে যে সকল শিশু বিভিন্ন কারখানায় কাজ করছে তাদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করে শিশুশ্রমের কারণ উদঘাটন করা। যদি শিশুশ্রম অর্থনৈতিক কারণে যুক্ত থাকে তাহলে সরকার সেসব পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে পারে। মনে রাখা দরকার শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রক্ষায় যেমন হাজার কোটি টাকা ঋণ সহায়তা, অনুদান প্রদান করে সেগুলো সচল রাখা প্রয়োজন তেমনি শিশুশিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখতেই হবে। জাতির মেধাবিকাশ নিশ্চিত শিশুশ্রমের বদলে শিশুশিক্ষা কার্যক্রম অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিশুশ্রম রোধে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত তাদেরকে শিক্ষা কার্যক্রমের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা।



বাংলাদেশে শিশুশ্রমের বর্তমান পরিস্থিতি এবং এর নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের চ্যালেঞ্জগুলো কী কী? এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করো।

[illegible]

Do not write
outside the
box

[illegible]

Do not write
outside the
box

Handwriting practice area with 20 horizontal lines.

Turn over ►



0 8

Tourism in Bengali-speaking countries

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: সম্ভাবনা

সারা বিশ্বে পর্যটন শিল্প একটি অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত যা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিশ্বের বৃহৎ এক অপার সম্ভাবনার নাম বাংলাদেশ। এ দেশের প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্য পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে অনন্য ও একক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ।

অপূর্ব সৌন্দর্যের আধার বাংলাদেশ যার প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই। এখানে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অপরূপ সৌন্দর্য। সিলেটের সবুজ অরণ্যসহ আরও অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের বাংলাদেশ। পৃথিবীর দীর্ঘতম ও বালুকাময় অবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার যা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। বর্তমানে কক্সবাজারকে কেন্দ্র করে নেওয়া হচ্ছে নানা পরিকল্পনা। সম্প্রতি নির্মিত কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সাগরের পাড়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দেবে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটক আকর্ষণে কক্সবাজারে তিনটি পর্যটন পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করেছে বর্তমান সরকার।

বাংলাদেশের হাওর অঞ্চল পর্যটনের আরেক সম্ভাবনার নাম। হাওরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পর্যটকরা নৌকায় বসে বিস্তীর্ণ নীল জলরাশির মায়ায় ভেসে বেড়াতে পারেন। হাওরের কোল ঘেঁষে থাকা সীমান্ত নদী, পাহাড়, পাহাড়ি ঝরনা, খাগড়া বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর হাওর পারের বসবাসকারী মানুষের জীবন-জীবিকার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার মতো খোরাক মিলবে পর্যটক ও দর্শনার্থীদের।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে আমরা পর্যটন শিল্পে পিছিয়ে আছি। এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত পরিকল্পনা। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবপক্ষকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। দেশীয় পর্যটন বিকাশের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে প্রচার-প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। পাশাপাশি এ শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্প অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারবে।



“বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে আমরা পর্যটন শিল্পে পিছিয়ে আছি।” এই উক্তিটির যথার্থতা কতোখানি? মতামত সহকারে তার মূল্যায়ন করো।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

40

Emergence of Bangladesh**বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ**

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় ও রক্তক্ষয়ী অধ্যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ। স্বাধীনতা হলো একটি জাতির আজন্ম লালিত স্বপ্ন। বাঙালি জাতিও চায়নি বছরের পর বছর ধরে শাসনে-শোষণে পাকিস্তানিদের দাস হয়ে থাকতে। তাই তারা শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছিলো আন্দোলনে, সোচ্চার হয়েছিলো স্বাধীনতা সংগ্রামে। অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পেয়েছিলো তাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামের দুইটি পৃথক রাষ্ট্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছিল দুটি অংশ — পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা কখনোই পূর্ব পাকিস্তানকে সমান মর্যাদা দেয়নি। বরং সবসময় চেয়েছে পূর্ব পাকিস্তানকে দমিয়ে রাখতে। পশ্চিম পাকিস্তান সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যে জর্জরিত করতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানকে।

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পূর্ব থেকে হলেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে তা জোরালো হয়। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষণা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ, ১৯৬২-এর গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬-র বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় — এই প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফূরণ ঘটলেও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেই চেতনার চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন ছিলো স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ক্ষুধা, দারিদ্র-অশিক্ষা-কুসংস্কার থেকে মুক্ত অসাম্প্রদায়িক দেশ সোনার বাংলা গড়ার। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এনে দেয়। এই স্বাধীনতা রক্ষা ও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো যেমন জরুরি তেমনি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন হওয়া উচিত।



একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জাতি যে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলো, বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেটি কতোখানি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে তোমার মনে হয়? পর্যালোচনা করো।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

40



There are no questions printed on this page

*Do not write
outside the
box*

**DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED**



[illegible]

[illegible]

[illegible]

There are no questions printed on this page

*Do not write
outside the
box*

**DO NOT WRITE ON THIS PAGE
ANSWER IN THE SPACES PROVIDED**

Copyright information

For confidentiality purposes, all acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet. This booklet is published after each live examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team.

Copyright © 2025 AQA and its licensors. All rights reserved.



3 6



2 5 6 A 7 6 3 7 / 1

G/Jun25/7637/1